দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 6 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# স্বতন্ত্র ইসলামী আরবি ভার্সিটি প্রতিষ্ঠার

*প্রথম পৃষ্ঠার পর*

মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধি ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব, মাওলানা সাব্বির আহমেদ মোমতাজী।

গত ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক/কর্মচারীদের একক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় দেশে একটি ইসলামী আরবি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মাদরাসা শিক্ষার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমার সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি বলেছেন, আমরা মনে করি, ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তাই আমরা জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাদরাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

শিক্ষাবিদরা মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের প্রতিনিধি শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের আন্তরিকতায় এটি সম্ভব হয়েছে। সরকার গঠনের ৩ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সে কথা জানিয়ে দেয়। মাদরাসা শিক্ষায় অবজ্ঞা ও অবহেলায় ছিল সাধারণ শিক্ষার চেয়ে। সরকার এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও যুগোপযোগী করতে শিক্ষকদের বেতন ভাতা সমস্যা সমাধান, প্রশিক্ষণ এবং মাদরাসার পাঠ্যসূচিকে আরও উন্নত করার কাজ করছে। শিক্ষকদের বেতনের বৈষম্য দূর করা হয়েছে। পাশাপাশি এমপিওভুক্তিতে মাদরাসাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

শিক্ষাবিদরা আরো মনে করেন, স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশে আলেম-ওলামাদের আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ৪০ বছর ধরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদরাসা ছাত্রদের ভর্তি সীমাবদ্ধ করে যে জটিলতা সৃষ্টি হতো তা নিরসন হবে। জানা গেছে, মাদরাসা শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালে যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক কোলকাতা আলিয়া মাদরাসায় এক সভায় আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। ১৯৫১ সালে মাওলানা আকরাম খাঁ কমিশন, ১৯৫৬ সালে আশরাফ চৌধুরী কমিটি, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান কমিটি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৯৬৩ সালে মোয়াজ্জেম কমিশন, ১৯৬৬ সালে হামিদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৯ সালে নূর খান কমিশন, ১৯৭০ সালে 'দি নিউ এডুকেশন পলিসি অব গব. অব পাকিস্তান-৭০' নামে শিক্ষা কমিটি গুরুত্বের সাথে আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা সুপারিশ করে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ড. কুদরতে খুদা কমিশনে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। ২০১০ সালের প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনে 'স্বতন্ত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও সরকারের ৩ বছরের সফলতায় রয়েছে নতুন বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তোলে দেয়া। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষা প্রবর্তন, প্রথম শ্রেণী ভর্তিতে লটারি পদ্ধতি প্রচলন, অনলাইনে ফরমফিলাপের রেজিস্ট্রেশন করা এবং মোবাইল ফোনে পরীক্ষার ফল প্রকাশ প্রভৃতি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তিতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভরতায় কমে গেছে অনেক ভোগান্তি ও জটিলতা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেই কোন সেশন জট। প্রণীত হয়েছে একটি শিক্ষানীতি। মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু, [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ, মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াসহ এসেছে গতি।

পর্যন্ত সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসায় বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে সরবরাহ করেছে। এবার ২০১২ শিক্ষাবর্ষে ২২ কোটি ১৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩৮৩ কপি বই বিতরণ করা হচ্ছে। সরকার কর্তৃক ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করে সেখানে সকল রকম শিখন-শেখানো সামগ্রী ও পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইটে মাধ্যমিক স্তরের ৫০টি বাংলা ভার্সন ও ২৬টি ইংরেজি ভার্সন এবং প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ১০৬টি পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)

দীর্ঘ দিন ধরে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট চলছিলো। ইতোমধ্যে ১ হাজার ৩৭৭ জন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির চাপ কমানোর লক্ষ্যে ৮০টি সরকারি বালক-বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্টের (এসইএসপি) মাধ্যমে দেশের ৫৬টি জেলাধীন ৩০৫টি উপজেলার স্কুল-মাদরাসা অতিদরিদ্র ৫৪ লাখ ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) এর মাধ্যমে প্রায় ২৩ কোটি ১৫ লাখ টাকার উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সরকার ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১ হাজার ৭৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১ কোটিরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্নাতক পর্যায়ে সারাদেশের প্রায় ৯৫ হাজার ছাত্রীকে উপবৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষা সহায়তার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ভর্তির হার ৫৩ শতাংশে উন্নীত হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

দেশের প্রায় ৩৭ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। শতাধিক প্রাইমারি স্কুলের মধ্যে দুপুরের খাবার ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭৮ লাখ টাকার উপবৃত্তি প্রদান করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়। দেশের বিদ্যালয়বিহীন এলাকায়, চর-হাওড়-বাঁওড়, পাহাড়ি এলাকায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১ হাজার ৫০০টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে প্রায় ৮১০টি বিদ্যালয়ের জমির অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ১৫শ' বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যয় হবে ৭৫০ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ আছে ১৫০ কোটি টাকা। এ সরকারের আমলে ৬০ হাজার ৯৬৩ জন শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে

স্কুল ও কলেজ নির্মাণ

রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান ভর্তির চাপ কমাতে সরকারিভাবে নতুন করে ১১টি মাধ্যমিক স্কুল ও ৬টি সরকারি মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে। এজন্য ব্যয় হবে ৪৩০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে রাজধানীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে। দেশের জেলা-উপজেলায় ৩০৬টি মডেল বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ১০০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান ও কিছু বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শেষ। ৩০৬টি মডেল বিদ্যালয় নির্মাণ করতে ব্যয় হবে ৪৬৫ কোটি টাকা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ৩১৯টি। ২০০৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ২০১টি। বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর স্নাতক (সম্মান) কলেজের

কামাল হল। ছাত্রদের জন্য নির্মাণাধীন রয়েছে মওলানা ভাসানী (প্রস্তাবিত) হল, ক্লাস রুমের সংকট নিরসনের জন্য ১২ তলা বিশিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন নির্মাণ প্রায় শেষের দিকে। শিক্ষকদের জন্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যও নির্মাণাধীন রয়েছে আবাসিক টাওয়ার।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সেশনেই সেশনজট নেই। সব বিভাগেই এখন নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষা হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে কোর্স সম্পন্ন হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি কম্পিউটার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশও ছিল সুষ্ঠু ও সেশনজটমুক্ত। বর্তমান কর্তৃপক্ষ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুলসংখ্যক বিজ্ঞানী-গবেষকদের জন্য 'ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। এছাড়া প্রশাসনিক ভবন, আবাসিক হল ও অন্যান্য অসমাপ্ত একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ছাত্রদের জন্য 'শহীদ রফিক-জব্বার হল' নামে ৬৪০ সিটের একটি ছাত্র হল নির্মাণ করে ছাত্রদের সিট দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে 'শেখ হাসিনা হল' নামে আরো একটি ছাত্রী হল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাণিজ্য অনুষদ খুলে এই অনুষদে চারটিসহ মোট ছয়টি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। চলতি বছরে আইন অনুষদ, পাবলিক হেলথ, সাংবাদিকতা বিভাগসহ আরো কয়েকটি বিভাগ এবং চারুকলা বিভাগ খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় : ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৫ বছর আগেও যেখানে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ডিগ্রি কলেজ, মেডিকেল কলেজসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫ লাখ। এখন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী রয়েছে ১৭ লাখ। এত সংখ্যক শিক্ষার্থী দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ পায় না। তাই তাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিতে গড়ে উঠেছে বেশকিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যাল। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের শেষ ভরসাস্থল দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। ইউজিসির তথ্যমতে দেশে বর্তমানে ৫৫টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনেক শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা লাভের আশা পূরণ হচ্ছে। তবে কিছুদিন আগেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছিল না কোন নিয়ন্ত্রণ। ফলে যাচ্ছেতাইভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বর্তমান সরকার শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন, ইভটিজিং বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর আপসহীন পদক্ষেপ ও ঘোষণা ছিল এই সাফল্যের অন্যতম নিয়ামক। এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সকলে যেন সুযোগ পায় এজন্য উপবৃত্তি, দুপুরের খাদ্য বিতরণ, আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে সরকার। শিক্ষা মানোন্নয়নে নানা প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কাজও চলমান রয়েছে।

---

হাসিনা বলেন, জ্বালাও-পোড়াও মানবতাবিরোধী রাজাকার-... দের রক্ষায় চেষ্টা করবেন না।

... আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ... উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ... এতে আমরা দেশ ও মানুষের ... কে প্রাধান্য দিয়েছিলাম এবং ... গঠনের প্রথম দিন থেকেই ... কাজ করে যাচ্ছি। দ্রব্যমূল্য ... ক্রয় ক্ষমতার ভেতরে নিয়ে ... ছিল আমাদের জন্য একটি বিশাল ... উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ... সরকার গঠনের দিন চালের দাম ... ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি। ... অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি ... তার সরকার এ দাম কমিয়ে ... তিনি বলেন, পাশাপাশি ... গণের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ... এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ... কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছে। ... মাথাপিছু আয় ৬৬০ ডলার থেকে ৮২৮ ... উন্নীত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ... তার সরকার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়েছে। চাকরির ... সীমা ৫৭ থেকে ৫৯ বছর করা ... গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ১৬০০ থেকে তিন হাজার টাকায় ... করা হয়েছে। গ্রামের ... ১০০ টাকায় চাল কিনতে

... পুনরায় চালু করা হয়েছে যা বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ... উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তিন বছরে ... সেতু নির্মাণ করা হয়েছে, ... কাজ চলছে। মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের মূল সেতু, নদীশাসন, সেতুর উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়ক এবং বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে প্রায় ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ২য় পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। রেলওয়েকে আধুনিকায়ন করার উপর তাঁর সরকার বিশেষভাবে জোর দিয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তথ্যপ্রাপ্তিতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যেকোন সময়ের তুলনায় পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। তার স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে দক্ষ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৪৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশেষ কার্যক্রম চলছে।